বাঙলা ও বাঙালি

সম্পাদনা

রঞ্জিত সরকার
কঙ্কণ দত্ত

সমস্যাই বড় হয়ে উঠেছে। তিনি ভৌগোলিক চেতনার প্রকাশে আধুনিক অস্তিবাদী চিন্তাধারাকে বেশি প্রাধান্য দিয়েছেন। তাঁর লেখায় বার বার উঠে এসেছে শূন্যতা ও মৃত্যু চেতনার বোধ! সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কাব্যে মানব অস্তিত্বের সন্ধান পাওয়া যায়। তাঁর কবিতা পড়তে গেলে মনে হয়, এক পরিত্যক্ত দ্বীপের শিখের দাঁড়িয়ে বেদনাভারাতুর দৃষ্টিতে তিনি যেন আধুনিক মানুষের নিঃসীম শূন্যতাকে প্রত্যক্ষ করেছেন। তাঁর ব্যবহৃত ভাষা ধ্রুপদী নিষ্ঠা। তাঁর অস্তিবাদী চিন্তা প্রকটিত হয় প্রথম প্রেমের কবিতায়।

রবীন্দ্রনাথ এবং জীবনানন্দের পরে বাঙলা কবিতায় যে ধারা প্রবাহিত হয়েছিল, তাঁর মধ্যে শক্তি চট্টোপাধ্যায়। কবি শঙ্খ ঘোষের মন্তব্য-শক্তির কবিতা জীবনের ভিতর দিয়ে মৃত্যু মোহনার দিকে যাত্রা। মৃত্যুময় বেঁচে থাকার মধ্যে প্রগাঢ় আসক্তি ও বৈরাগ্যময় প্রেমিকের আবেগ-বিহ্বলতায় উদ্বেল, ঝুঁকিবহুল প্রকৃতি পর্যটনের আনন্দ উপভোগে মাতোয়ারা, জীবন-রহস্যের অন্বেষণের মধ্যে জীবনের প্রকৃত অর্থ খুঁজে পাবার আকুতি। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ হে প্রেম, হে নৈঃশব্দ। এই কারো তিনি প্রেমের আত্মস্থায়মগ্ন।

তাঁর অনবদ্য কাব্য প্রতিভায় যে অস্তিবাদী ভঙ্গীটি প্রকাশিত হয়েছে, তা তাঁর প্রথম থেকে শেষপর্যন্ত প্রায় সকল কাব্যেই লক্ষ্য করা যায়। এই ভাব ধারা শুধু এখানেই থেমে থাকেনি, আধুনিক কবি বিষ্ণু দে, সমর সেন এর মধ্যেও লক্ষ্য করা গেছে।

শুধু কাব্য বা কবিতা নয়, উপন্যাস ছোটগল্প, নাটকেও অস্তিবাদের চিহ্ন ফুটে উঠেছে। বঙ্কিম এর 'বিষবৃক্ষ', রবীন্দ্রনাথের 'চতুরঙ্গ', শরৎচন্দ্রের 'চরিত্রহীন' উপন্যাস পর্যালোচনা করলেই দেখতে পাব অস্তিবাদের প্রভাব। সাহিত্যে যখন প্রবল জোয়ার উঠেছে সেই সময় গল্পকাররাও খুব একটা পিছিয়ে নেন। তাঁরাও মানব জীবনের টুকরো টুকরো সমস্যাকে নিজ নিজ গল্পে স্থান দিতে লাগলেন। রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে প্রেমেন্দ্র মিত্র, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর, বিমল কর, প্রবোধকুমার সান্যাল, অসীম রায় প্রভিতি গল্পকার।

প্রকৃত সত্তা নয়, আমি একটি সম্ভাব্যসত্তা। আমার যথার্থ স্বরূপ আমার মধ্যে প্রদত্ত নয়, আমাকে তা অর্জন করতে হবে। সুতরাং তিনি এখানেই থেমে থাকেননি, আরও তিন ধরনের অস্তিত্বের কথা বলেছেন— (১) স্ব-অস্তিত্ব, (২) জগৎ-অস্তিত্ব, (৩) অস্তিত্ব-স্বরূপ। স্ব-অস্তিত্ব হল ব্যক্তির কর্ম বাস্তব জগতের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত না হয়ে তার নিজের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়ার নামই অস্তিত্ব। সার্ত্রও অস্তিত্ব বলতে বোঝাতে চেয়েছেন— স্বাধীনতার উপলব্ধির মধ্যেই মানুষের অস্তিত্ব রয়েছে এবং মানুষ অনুভব করে, তার জীবনে উদ্দেশ্য আছে, সম্ভাবনা আছে। সে জানে অচল, অনড় বস্তুর থেকে পৃথক এবং তার অস্তিত্বকে যুক্তির ধারণা দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না। সার্ত্রের মতে— অস্তিত্ব হল— স্বাধীনতা উপলব্ধির মধ্যে; যা মানুষ অনুভবের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করে। সুতরাং প্রত্যেক অস্তিবাদী দার্শনিকই ব্যক্তির অস্তিত্বের উপর সব চেয়ে গুরুত্ব আরোপ করেন। প্রথম মহাযুদ্ধের আগে ও পরে পৃথিবীতে সমাজ জীবনে এমন একটি বিপর্যয় দেখা দিল, যার জন্য সাধারণ মানুষ তার জীবনের নিরাপত্তা সম্বন্ধে সন্দিহান হয়ে উঠল। এই সময় সাধারণ মানুষের ছবি ধরা পড়ল কবিতা, গল্প ও উপন্যাসে। পাশ্চাত্য দেশে রূপ দিলেন জ্যা পল সার্ত্র, রাশিয়ার দার্শনিক ও সাহিত্যিক ডস্টোয়েভস্কি, ফ্রানৎস কাফকা, আলবেয়ার ক্যামু, এছাড়া অন্যন্য সাহিত্যিকগণ।

অস্তিবাদকে দর্শনের জগতে একটি নতুন দিক পরিবর্তন বলে মনে করেছেন বিভিন্ন দার্শনিকগণ। কেননা, মানুষের জীবনের সঙ্গে যুক্ত করে জগৎ ও জীবনের অর্থ অনুসন্ধানেরই চেষ্টার অন্য নাম হল— অস্তিবাদ। অস্তিবাদী দর্শনের আবার দুটো ভাগ রয়েছে— (১) আস্তিক, (২) নাস্তিক। যারা ঈশ্বর বিশ্বাসী, তারা হল আস্তিক, আর যারা ঈশ্বর বিশ্বাসী নয়, তারা হল— নাস্তিক। আমার আলোচনার মাধ্যমে দেখানোর চেষ্টা করেছি, অস্তিবাদী দর্শনের প্রাধান্য সাহিত্যে কতটা প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছে।

সাধারণভাবে দার্শনিকরা তত্ত্বজিজ্ঞাসায় আগ্রহ বোধ করেন। তাঁরা মনে করেন, সারা জগতে একটি মূল তত্ত্ব আছে, যা উদ্‌ঘাটন করা আর বিশ্লেষণ করা দর্শনের মূল কাজ। তারা কোনো পরমতত্ত্বে বিশ্বাসী নয়। তারা বিশ্বাসী, মানুষ নিজের জীবনের মধ্য দিয়ে তার সার ধর্ম গড়ে তোলে। তাই তো নীটশের জরাথুস্টের কণ্ঠে ঘোষিত হল: For the old Gods came to an end long ago, and verity it was a good and joyful end of Gods। ড. তপোধীর ভট্টাচার্যের মতে— প্রতিটি জীবন অনন্য। প্রতিটি পঠকৃতিও নতুন।

সাহিত্যে অস্তিবাদের প্রয়োগ :

অস্তিবাদী দৃষ্টিকোণকে বহু উপন্যাসিক, নাট্যকার, গল্পকার এবং কবিগণ তাঁদের রচনায় উপস্থিত করেছেন। এদের মধ্যে দস্তয়েভস্কি, কাফকা, এলিয়ট, বেকেট। তবে জাঁ পল সার্ত্রের নাম আরও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। তিনিই একমাত্র সাহিত্য আলোচনায় নতুন দিশা দেখিয়েছেন। যদি আমরা বাঙলা সাহিত্যের দিকে লক্ষ্য করি তাহলে দেখতে পাব অস্তিবাদের চিন্তাধারায় প্রভাবিত, বঙ্কিমচন্দ্র, শরৎচন্দ্র, এমনকি রবীন্দ্রনাথের রচনাতেও সেই ছায়া লক্ষ্য কার যায়। আধুনিক কবি জীবনানন্দ দাশ এই চেতনার কবি। তাঁর কবিতা প্রকৃতি জগত পেরিয়ে ব্যক্তি মননের সংকট-

অস্তিবাদ

রঞ্জিত সরকার

অস্তিবাদ ইউরোপীয় চিন্তার আধুনকিতম আন্দোলন হিসাবে পরিচিত। প্রথম-মহাযুদ্ধের আগে ডেনমার্কের প্রখ্যাত দার্শনিক ও ধর্মতাত্ত্বিক সোরেন কিয়ের্কগার্দ-এর রচনার মাধ্যমে এ দর্শনের সূচনা হয়। ইউরোপীয় চিন্তাজগতে হেগলীয় চৈতন্যবাদের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিক্রিয়া রূপে অস্তিবাদের আত্মপ্রকাশ ঘটে। অস্তিবাদী দর্শনের গুরুত্বপূর্ণ দিক হল; তার বিকাশ ও প্রসার ঘটে— দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে। বিংশ শতকের গোড়ায় এমন কিছু সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তন দেখা দিল, যার জন্য ব্যক্তি-মানুষ নিজের অস্তিত্ব সম্বন্ধে অনেক বেশি আগ্রহ হয়ে উঠল। এখন প্রশ্ন হল অস্তিত্ব কি? বা অস্তিত্ব বলতে কি বোঝায়? অস্তিত্ব শব্দটি এসেছে (Ex-sist Latin: ex-sistere) থেকে যার অর্থ হল stand out অর্থাৎ (সচেতন) ক্রমবিকাশ বা ক্রম অভিব্যক্তি; অথবা ব্যক্তির অন্তরের, বিচিত্র ইচ্ছার বহিঃপ্রকাশ। দার্শনিক কিয়ের্কেগাদের মতে— 'অমূর্ত চিন্তামূর্ত ও কালস্থিত পরিবর্তনশীলসত্তাকে, অস্তিত্ব রক্ষার প্রক্রিয়াকে এবং কালিক পরিবর্তন ও চিরন্তনের মিলন স্থল হিসাবে অস্তিত্বশীল ব্যক্তিসত্তার সমস্যাগুলিকে উপেক্ষা করে। এই উক্তি থেকে বোঝা যায়, অস্তিত্ব কখনো অমূর্ত ভাব ধারার গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকতে পারে না। জন ম্যাকুয়ারী বলেন— 'মানুষ তার নিজের সত্তার মধ্যে পরিবর্তনশীলতাকে চিরন্তনের সঙ্গে সসীমকে অসীমের সঙ্গে যুক্ত করেছে— এ দুটি হল মানবসত্তার পরস্পর বিরোধী দুটি দিক। ফলে একই সত্তার মধ্যে এ-দুয়ের সমন্বয়সাধন আদৌ সম্ভব কিনা সে বিষয়ে চিন্তার সাহায্যে কোন স্থির সিদ্ধান্তে আসা কখনই সম্ভব নয়। অস্তিত্ব বুদ্ধিজাত কোন অমূর্ত ধারণা বা সারধর্ম নয়?— মানুষ আত্মাঅতিক্রমণের মাধ্যমে এক অনন্য সত্তারূপে নিজের অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠা করে। অস্তিত্বশীল হিসাবে সে এক মূর্ত বাস্তব সত্তা যে সত্তা অমূর্তে বিলীন হতে সম্পূর্ণ নারাজ।— কেননা প্রত্যেক মানুষই তার নিজস্ব ভঙ্গিতে জীবন ধারণ করতে চায়, জীবনে কিছু হতে চায় এবং সেভাবেই জগতে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা অন্তিম কাল পর্যন্ত করতে থাকে। কাজেই সে এখনো যা নয়, অর্থাৎ হয়ে উঠতে পারেনি, স্ব নির্ধারিত পথে তা হবার প্রচেষ্টার মধ্যেই নিহিত রয়েছে তার অস্তিত্বের সার্থকতা। অস্তিত্ব অর্থপূর্ণ হয়ে উঠে তখনি, যখন ব্যক্তিবিশেষ তার অতীত কর্ম-জীবনের কথা মনে রেখে বর্তমানকে অতিক্রম করে ভাবিষ্যতের পর্দায় তা নিজের আঁকা ভাবমূর্তির বাস্তব রূপায়ণের কাজে ব্যস্ত থাকে। একেই আবার বলা হয়— আত্মঅতিক্রমণ। হাইডেগার (Heidegger) অস্তিত্বের তিনটি বিকল্প শব্দ ব্যবহার করেছেন। প্রথমতঃ dasein শব্দটি ব্যবহার করেন। এর অর্থ বিভিন্ন বস্তুর অস্তিত্বকে বোঝায়, কিন্তু হাইডেগার মানুষের অস্তিত্ব বোঝাতে শব্দটি ব্যবহার করেছেন। দ্বিতীয়ত 'vorhandenheit' শব্দটিও তিনি এ প্রসঙ্গে ব্যবহার করেছেন। তৃতীয়তঃ তিনি essence শব্দটিও ব্যবহার করেন। হাইডেগারের মতে এই essence শব্দটি কেবল মাত্র মানব-সত্তারক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হতে পারে। সুতরাং অস্তিত্ব বলতে একমাত্র অস্তিত্ববান ব্যক্তি সত্তাকেই বোঝায়। আমি

হারিয়ে যাওয়ার আগে : শিল্পীসত্তার সন্ধান	১০৬	হজরত উমার ফারুক
নৃত্যের উৎপত্তি এবং ভারতন্যাটম্	১১১	অনুপমা মজুমদার
পাশ্চাত্য বিয়োগান্ত নাটকের ধারা	১১৪	তাপসকুমার বর্মণ
একাঙ্ক নাটকের প্রয়োগভাবনা ও মনসামঙ্গল নাট্য	১১৭	কঙ্কণ দত্ত
সামসির নাট্যচর্চা	১২৪	দীপিকা সরকার
মোহিত চট্টোপাধ্যায়—ছয়টি একাঙ্ক : ভিন্নতর ভাষ্য	১৩৩	আদরি সাহা
মনোজ ভোজের নাটক অথঃ রামরাজ্য কথা :		
সমাজের জগদ্দল পাথরে শাণিত কুঠারাঘাত	১৪০	মৃণালচন্দ্র দাস
বাস্তব প্রেক্ষাপটের আঙিনায় দাঁড়িয়ে ঠাকুরমার ঝুলি	১৬২	প্রীতিলতা ঝা
ভিন্নস্বরের কাহিনি : স্বর্ণকুমারী দেবীর কাহাকে	১৬৭	মেঘা সরকার
হাস্যরসাত্মক গল্প ও নীতিকথা	১৭০	প্রিয়া দেবনাথ
তেভাগা আন্দোলন : কাব্যিক ব্যঞ্জনায়		
ছোট বকুলপুরের যাত্রী ও হারানের নাতজামাই	১৭২	ইস্তাজুল হক
তিনজনের তিনটি উপন্যাস	১৭৫	সোনালী সরকার
চারমূর্তি : নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়	১৮১	প্রজ্ঞা দেবনাথ
মহাশ্বেতা দেবীর ছোটোগল্পে		
অন্ত্যজশ্রেণি ও আদিবাসীসমাজ	১৮৪	সরিফুল ইসলাম
অস্তিবাদ	১৮৮	রঞ্জিত সরকার
যাওয়া শুরু করলেই ... বাঙলা লিট্‌ল ম্যাগাজিন :		
একটি অসম্পূর্ণ পাঠ	১৯১	ঋষি ঘোষ
লিট্‌ল ম্যাগাজিন : বিক্ষিপ্ত কিছু ভাবনা	১৯৫	ঋতু সরকার
বাঙলা লিট্‌ল ম্যাগাজিনের সম্পাদকীয়		
এবং কবিতা ভাবনা	২০১	মনোজ ভোজ
নতুনত্বে মাইকেল	২১৫	আকবর হোসেন
শোককাব্য হিসাবে 'অশ্রুকণা'	২১৯	সুজাতা পাল
জীবনানন্দ দাশের দু'টি কবিতা	২২৩	রিয়া ঘোষাল
সোনালি কাবিন অমৃতের অভিশাপ :		
অভিশাপের অমৃত	২২৬	সুমন ভট্টাচার্য
সম্পাদক রবীন্দ্রনাথ	২৫৩	রোকেয়া পারভীন

BANGLA O BANGALI,
A Collection of essays on Literature, language, Art and Culture of Bengal edited by Ranjit Sarkar, Kankan Dutta, Published by Debasis Bhattacharjee, Bangiya Sahitya Samsad, 6/2 Ramanath Majumder Street, Kolkata-9, November : 2021. Rs. 300.00

গ্রন্থস্বত্ব : সামসি কলেজ

প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনো অংশেরই কোনোরূপ পুনরুৎপাদন বা কোনো যান্ত্রিক উপায়ের মাধ্যমে প্রতিলিপি করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

প্রথম প্রকাশ
নভেম্বর, ২০২১

প্রকাশক
দেবাশিস ভট্টাচার্য
বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ
৬/২, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট
কলকাতা : ৭০০০০৯

প্রচ্ছদ
অতনু গাঙ্গুলী

অক্ষর বিন্যাস
শালিনী ডটস্
১৯/এইচ/এইচ গোয়াবাগান স্ট্রিট
কলকাতা : ৭০০০০৬

মুদ্রক
অজন্তা প্রিন্টার্স
কলকাতা : ৭০০০০৯

ISBN: 978-93-90993-56-7

মূল্য : তিনশো টাকা

সামসি কলেজের বাঙলা বিভাগের
প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশে

realme Shot on realme 7
2023.05.16 18:05

সামসি কলেজ আলোচনা অনুক্রম-৪

বাঙলা ও বাঙালি

সম্পাদনা

রঞ্জিত সরকার

কঙ্কণ দত্ত

realme Shot on realme 7
2023.05.16 18:05

বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ